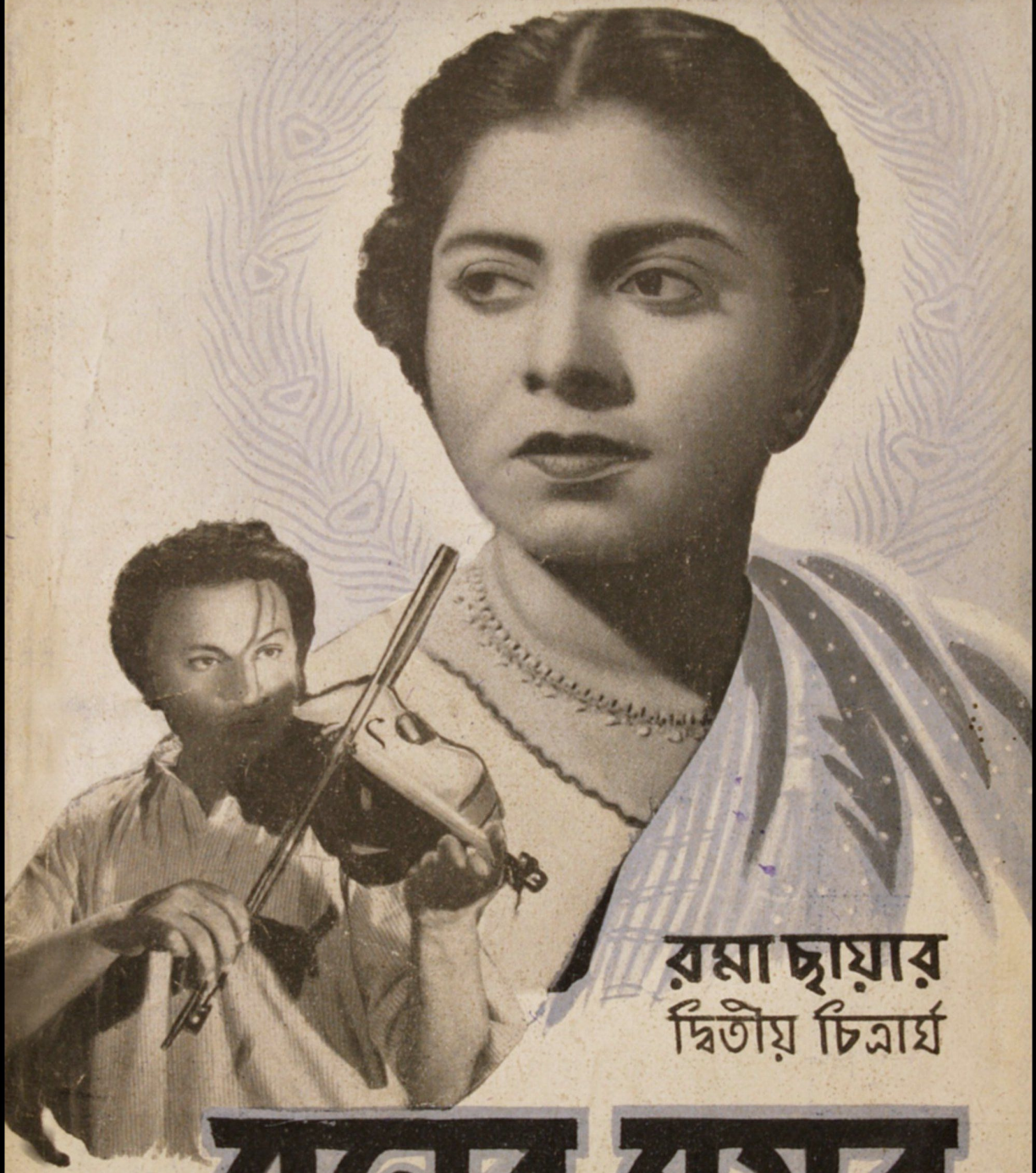

রমা ছায়ার
দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য

মনের ময়ূর

পরিচালনা- সুশীল মজুমদার

শ্রীদুর্গা পিকচার্স রিলিজ

সংগঠনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ সুশীল মজুমদার ঃ কাহিনী ঃ প্রতিভা বসু

প্রযোজনা ঃ রমা ছায়া চিত্র লিঃ

রবীন্দ্র সঙ্গীত	ঃ দ্বিজেন চৌধুরী	গীতি রচনা	ঃ প্রণব রায়
সঙ্গীত	ঃ সত্যজিৎ মজুমদার	চিত্র শিল্পী	ঃ বিশু চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা	ঃ বৈদ্যনাথ চট্টোঃ	বহির্দৃশ্য	ঃ সুবোধ ব্যাণার্জ্জী
শব্দ যন্ত্রী	ঃ শিশির চট্টোঃ	শিল্প নির্দ্দেশক	ঃ কার্ত্তিক বসু
রূপ সজ্জা	ঃ শৈলেন গাঙ্গুলী	ব্যবস্থাপনা	ঃ শ্রীশ রায়চৌধুরী
পটশিল্পী	ঃ কবীন্দ্র দাশগুপ্ত	সাজসজ্জা	ঃ শের আলী
দৃশ্য সজ্জা	ঃ ধীরেন দত্ত ; কৃষ্ণ দাস	প্রচার নিয়ন্ত্রণ	ঃ হিরণ্ময় দাশগুপ্ত

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

চিত্র নাট্য ঃ মনোজ ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা ঃ প্রণব রায়, ননী মজুমদার, সুশীল বিশ্বাস

চিত্র শিল্পী ঃ কে, এ, রেজা, বুলু, ক্ষেত্র

শিল্প নির্দ্দেশনা ঃ সোমনাথ চক্রঃ, নিত্যানন্দ, মৃত্যুঞ্জয়, ফনীন্দ্র, সান্দিক

সম্পাদনা ঃ নিরঞ্জন বসু

ব্যবস্থাপনা ঃ কালীপদ দে, শম্ভু রায়, দুলাল বসু, গুঁইরাম

আলোক শিল্পী ঃ নরেশ মজুমদার, মণ্টু সিংহ, তারাপদ, ধ্রুব রায়, সুখরঞ্জন, অনিল ও কাকা

রূপ সজ্জা ঃ প্রমথ চন্দ, নৃপেন চট্টোঃ, অনাথ মুখোপাধ্যায়

পটশিল্পী ঃ অমিতাভ বর্দ্ধন

প্রচার নিয়ন্ত্রণ ঃ নির্ম্মল দাশগুপ্ত ও চিত্ত সী প্রচার-শিল্প ঃ অজিত সেন

কাহিনী

পিতৃ-মাতৃহীন বিনয় রায় তার নিঃসন্তান দিদির অপত্য স্নেহে প্রতিপালিত। এম, এ পরীক্ষার গৌরব নিয়ে সে কিছুদিনের জন্য এলো তার মাতৃ-প্রতীম দিদির কাছে কুসুমপুরে—কিন্তু বেশীদিনের জন্যে নয়—উচ্চশিক্ষা নেবার জন্যে বিনয়ের বিলেত যাবার সব রকম ব্যবস্থাই একরকম পাকাপাকি করে রেখেছিলেন তার দিদি—ভাই তার বড় হবে, এই ছিল আশা—কিন্তু সে আশা অঙ্কুরেই বিনাশ হ'লো।..... কুসুমপুরে এসে গ্রামের শিক্ষক অবিনাশ মুখুজ্জের রূপলাবণ্যময়ী মেয়ে অনসূয়াকে প্রথম দর্শনে দেখেই সে মুগ্ধ হয়েছিল। অনসূয়াও বিস্মিত হয়েছিল বিনয়কে দেখে। পরিচয় তাদের সহজ হয়ে ওঠে অনসূয়ার জন্মদিনে। বিনয়ের ব্যবহারে অবিনাশবাবু এবং তার স্ত্রীও বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হলেন। অবিনাশবাবু ধরে বসলেন বিনয়কে কিছুদিনের জন্য তাদের স্কুলে ইংরেজিটা পড়িয়ে দিতে। আপত্তি থাকলেও প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করতে পারলোনা বিনয়। কিছুদিনের জন্য স্কুলের মাষ্টারির কাজ তাকে নিতেই হলো। শুধু স্কুলেই নয়, অনসূয়ার মাষ্টারির কাজেও বহাল হ'লো সে! অনসূয়াকে পড়াতে তার বেশ ভাল লাগে আর পড়তেও ভাল লাগে অনসূয়ার। কি সুন্দর বিনম্র বিনয়ের মুখ—বুদ্ধির আভায় উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে দু'টি চোখ—স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে অনসূয়ার মনে। আর বিনয়ও পড়াতে

পড়াতে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অনসূয়ার নরম, স্নিগ্ধ মুখটির দিকে।.....দিনে দিনে ঘনিয়ে ওঠে তাদের অন্তরের আবেগ। মনে মনে তারা প্রার্থনা করে গ্রন্থি-বন্ধনের। কিন্তু অসম্ভব। সমাজ ও সংস্কার হুমকি দিয়ে ওঠে। বিনয় কায়স্থ আর অনসূয়া ব্রাহ্মণ—বামুন-কায়েতের গ্রন্থি-বন্ধন—এযে গুরুতর অপরাধ। তবু তারা ভাবে পৃথিবীর সব কিছু থাক একদিকে—আর তাদের যুগল-জীবন অন্যদিকে—আলাদা তারা কোন দিনই হতে পারবেনা। আঘাত আসে প্রচণ্ড ভাবে। ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে দণ্ড হাতে নিয়ে এলেন অনসূয়ার উকিল কাকা বিকাশ মুখুজ্জে—বললেন

'মেয়ে বিয়ে করবে একটা শূদ্রের বাচ্চাকে'—অসম্ভব.....” অত্যাচার সুরু হয় অমানুষ, পাষণ্ড বিকাশ মুখুজ্জের—সইতে পারেনা অনসূয়া—তাই সে একদিন গোপনে ছুটে যায় বিনয়ের কাছে—বলে 'উপায় নেই—বাঁচবার কোন উপায় নেই। এখানে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য্য। চল আমাকে রেখে আসবে মামীমা'র কাছে এলাহাবাদে.....উপায়ন্তর না দেখে বিনয় অনসূয়াকে নিয়ে গেল এলাহাবাদে তার মামীমার কাছে রেখে আসতে—কিন্তু সেখানে গিয়েদেখলো মামীমারা কেউ নেই। কুসুমপুরেও ফিরে যাবার আর কোন উপায় নেই তাদের—তাই বিনয় অনসূয়াকে নিয়ে যায় রাঁচিতে—ঠিক ক'রে এই লুকোচুরি খেলা সাঙ্গ করবে সে অনসূয়াকে বিয়ে ক'রে।

এলো সেই মিলনসন্ধ্যা—কিন্তু একী দুঃস্বপ্ন? বধূবেশে বরণডালা হাতে নিয়ে এসে অনসূয়া কাকে দেখছে? এযে তার নিষ্ঠুর কাকা—সঙ্গে পুলিশ, বিশ্বাসঘাতক রেজিষ্টার আর বন্দী বিনয়।

ফিরে যেতে হ'লো অনসূয়াকে তার কাকার সঙ্গে। আর বিনয়কে জেলে—রায় বেরুল তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। * * তারপর? কেঁদেছিল অনসূয়া—কত বিনিদ্র রাত, দুঃসহ দিন কেটে গেল তার বুক-ভাঙ্গা অবিরাম, অবিশ্রাম, একটানা কান্নার স্রোতে—তারপর নিজেরই অজান্তে নিজে নিজেই শান্ত হ'য়ে গেল সে—সেই অতিপ্রিয় মুখের উপর আবরণ পড়লো—অনসূয়া ভুলে গেল তাকে, ভুলতেই হ'লো....।? কেটে গেল ষোলটি বৎসর। আজ তার বিয়ে—চৈত্র মাসে—তেত্রিশ বছরের অপাংক্তেয় মেয়ে সে আজ—তারই বিয়ে। কে সেই হৃদয়বান এই অনাদৃত হতভাগিণীকে আজ বিয়ের মর্য্যাদা দিচ্ছেন—কে তিনি? দেবতা? শয়তান? কেউ কি জানে সে কথা?

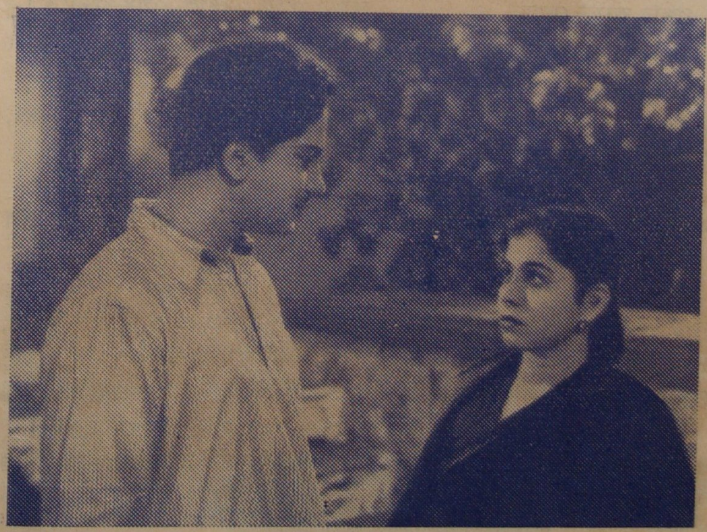

(১)

ভজন

তুমি যেন রবিকর নিশিপ্রভাতে,
(মোর) জনম মরণ বাঁধা তোমারই সাথে,
আনন্দ-রাগ তুমি মৌন বীণায়
চন্দন গন্ধ যে পূজার থালায়
তুমি, আলোর শিখা মোর দীপ মালাতে।
তুমি, পূজার আসন ছেড়ে
আমার প্রেমে,
লীলা-সাথী হ'য়ে মোর
এসেছ নেমে।
তুমি যে সহায় মোর ঝড়-বাদলে
সান্ত্বনা-সুধা মোর অশ্রুজলে
তুমি, তরঙ্গ দোল প্রেম-যমুনাতে॥

(২)

ওরে ও.....
উজান হাওয়া লাগলো আমার
ভরা আশার পালে
ও দরদী! নাও খুলে দে
(আমি) বসেছি আজ হালে,
বল বদর বদর,
জোয়ার এলো ছল্‌ছলিয়ে প্রাণের দরিয়ায়
মনের ময়ূরপঙ্খী আমার স্বপ্নে ভেসে যায়
নাও খুলে দে, পাল তুলে দে ও দরদী
(আমি) বসেছি আজ হালে
ওরে অকূল দরিয়ায় যদি ওঠে তুফান ঝড়
আহা, সাথে আছে সোনা বন্ধু
করিনে আর ডর,
বল বদর বদর!
এই নিশি রাতের পারে আছে
রাঙা আলোর দেশ
আছে স্বপ্নপুরীর দেশ,
আমার মন পবনের নাও
পেল আজ তাহারি উদ্দেশ,
আমার মনের ময়ূরপঙ্খী পেল
তাহারি উদ্দেশ
নাও খুলে দে, পাল তুলে দে ও দরদী
(আমি) বসেছি আজ হালে
বল বদর বদর॥

পাহাড়ী

সবুজ পাহাড় ডাকে আয়
নীল গগনের কিনারায়
যেথা, মেঘ-পরীরা ডাকে হাত বাড়িয়ে,
ওরে আয়—
ঘরের আগল ভেঙ্গে আমরা দুজন
এস এস যাই হারিয়ে।
তুমি যেন চঞ্চলা পাহাড়ী মেয়ে
আলাপ হ'লো পথে দেখতে পেয়ে
তুমি যেন শিকারী তরুণ
এলে তীর ধনুক নিয়ে....।
আজ যেন আমাদের নেইকো বাঁধন
নেই ঠিকানা,
দুটি পান্থ পাখি যেন মিলেছি এসে
নাম-না-জানা।
আমি, বাঁধবো কুটীর এই পাহাড়ের গায়
আমি, ঘর সাজাবো বন-পুষ্পলতায়
সাঁঝ্ সকালে আসি' আমি বাজাবো বাঁশী
আমি, বন-হরিণীর মত রব দাঁড়িয়ে॥

(৪)

রবীন্দ্র সঙ্গীত

জয় করে' তবু ভয় কেন তোর যায়না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে;
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায়না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে॥
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলন রসের শ্রাবণ-ধারা;
তবুও এমন গোপন বেদন-তাপে
অকারণ দুখে পরাণ কেন দুখায় রে॥
যদিবা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল।
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোজা,
যাহা বুঝিবার শেষ গেল হয়ে বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়-ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে॥

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহিত
ও
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার *
চন্দ্র মোহন ষ্টোর্স : এইচ, এল, সরকার (স্বর্ণকার)

পরিবেশক : শ্রীদুর্গা পিকচার্স, ৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

* ভূমিকায় *

ভারতী দেবী : চন্দ্রাবতী দেবী : সুপ্রভা মুখো :
চপলা ঘোষ : নমিতা দত্ত : নিভা ভট্টাচার্য্য
বীণা মুখার্জ্জী : ডলি চক্রবর্ত্তী : অঞ্জনা দাশগুপ্তা
বাণী বর্ম্মা : মিত্রা দেবী : তন্দ্রা ঘোষ
মন্দিরা : ইলা

উত্তম কুমার : বিকাশ রায় : কানু বন্দ্যোঃ
জহর রায় : ভানু বন্দ্যোঃ : তুলসী চক্রবর্ত্তী
নৃপতি চট্টোঃ : কৃষ্ণধন মুখোঃ : অজিত চট্টোঃ
ননী মজুমদার : প্রকাশ চক্রঃ : প্রীতি মজুমদার
বেচু সিংহ : ধীরাজ দাস : ঋষিকেশ বন্দ্যোঃ
শশাঙ্ক সোম : নগেন কুণ্ডু : মাষ্টার বাবুয়া
ননী চট্টোঃ : ভানু গুহ ঠাকুঃ : গৌতম দাশগুপ্ত
দেবু চট্টোঃ : বিনয় লাহিড়ী : কৃষ্ণচন্দ্র দাস
শ্যামল ঘোষ : শিশির মুখোঃ : মাঃ শ্যামল সেন
বীরেন চন্দ্র : রুক্‌রুরাম : অনিল সর্ব্বাঃ
মিঃ ঠাকুর : সুধীর গুহ : মাঃ অলোক চক্রঃ
উৎপল বসু : নরেন চক্রঃ : অনাদি বানার্জ্জী

'রমা ছায়া'র পক্ষ থেকে হিরণ্ময় দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রচারিত।

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩

রমা ছায়ার
দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য

মনের ময়ূর

পরিচালনা- সুশীল মজুমদার

শ্রীদুর্গা পিকচার্স রিলিজ

যে কথা
অমর প্রেমের
গোপন আলোকে
জ্বলে

'প্রথম প্রেম অভিশপ্ত'—এ কথা বলে গেছেন সর্বকালের, সর্বদেশের বরেণ্য শিল্পী, সাহিত্যিক আর মনীষীরা। তাইতো জীবনের ইতিহাসে প্রিয়-মিলনের প্রথম স্বপ্ন অকরুণ অভিশাপে ব্যর্থ হয়েছে চিরকাল—অনাদরে বসন্ত ফিরে গেছে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে তার ঐশ্বর্য্য আর অহঙ্কার। কিন্তু মৌনী বিরহীর গোপন অভিসার বন্ধ হয়নি কোনকালে—বিরহাচ্ছন্ন নির্জন পথের গভীর অন্ধকার আর বিরাট স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে মর্ত্তের অপমান মাথায় নিয়ে সে চলেছে চির-সুন্দরের স্বর্গজয়ে।

* * * *

জীবনের ক্ষণ-বসন্তের প্রথম আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল বিনয় আর অনসূয়া—মুগ্ধ তারা, মোহান্ধ তারা—চোখে তাদের রঙের পুলক—মনে মধু-শিহরণ আর প্রকৃতিতে শুধু ফাগুণের গুঞ্জণ। অকস্মাৎ ধরা দিল তাদের কাছে অনাহুত এক ভীরু প্রেম। অনাদর তারা করতে পারলোনা তাকে কিছুতেই—হৃদয়-অঞ্জলি থেকে যৌবনের সব কিছু ঐশ্বর্য্য প্রাণের বরণ-ডালায় সাজিয়ে তারা মুগ্ধ-প্রণাম রাখতে চাইলে সেই প্রেম-দেবতার পায়ে—কিন্তু একী? আশীর্ব্বাদ তারা চেয়েছিলো! এ যে অভিশাপ! কেঁপে উঠলো তারা—তাকিয়ে দেখলো তাদের দু'জনকে ঘিরে সমাজের উদ্ধত শাসন এসেছে এগিয়ে—ছিনিয়ে নিতে দু'জনকে দু'জনার কাছ থেকে! সমাজের নিয়ম ভঙ্গ ক'রে কেউ কোনদিন ক্ষমা পায়নি—বিনয় আর অনসূয়াও পেলনা নিষ্ঠুর সমাজের কাছ থেকে একবিন্দু করুণা। নিয়ম তারা ভঙ্গ করেছে—বিনয় কায়স্থ আর অনসূয়া ব্রাহ্মণ—কায়েত—বামুনের গ্রন্থিবন্ধন—এ যে গুরুতর অপরাধ—তাই সে অপরাধের দুঃসহ চরমঅপমান আর কলঙ্ক মাথায় দিয়ে সমাজ তাদের দু'জনকে দু'জনের কাছ থেকে নিল ছিনিয়ে।

* * * *

তারপর? বিরহের গভীর অমানিশিতে ষোলটি বৎসর মৌন তপস্যা নিয়ে কাটালো অনসূয়া—ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো তার যৌবনের যতকিছু ঐশ্বর্য্য আর অহঙ্কার। একান্ত ভাবে সে নিজেকে সমর্পন করলো জীবন-দেবতার পায়ে—প্রতিদিন, প্রতিলগ্নে, প্রতিমুহূর্ত্তে অন্ধকার শূণ্য মন্দিরে একাকিনী পূজারিণী নির্ভয়ে তুলে দিয়েছে তার তপস্যার অর্ঘ্য—তারপর? অনসূয়ার অন্তরের যে আকাশ সমাজের উদ্ধত শাসন আর সংস্কারের রাহুগ্রাসে একদিন আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছিল—তা কি অত্যাচার আর অভিশাপের তিমির অন্ধকারে ডুবে গেল? না দীপান্বিতার মতো সহস্র সোনার আলোয় ঝলমল্ করে উঠলো? ষোলটি বৎসরে মৌন তপস্যা নিয়ে সে কি জয় করলো স্বর্গকে? সে কথাই এ ছবিতে।

* * * *

এই সুন্দর মহৎ কাহিনীখানি রচনা করেছেন **স্বনামধন্যা মহিলা সাহিত্যিক প্রতিভা বসু এবং পরিচালনা করেছেন আদর্শবাদী পরিচালক সুশীল মজুমদার। প্রযোজনা করেছেন 'রাত্রির তপস্যা'—খ্যাত প্রযোজক 'রমা ছায়াচিত্র'—মুক্তিলাভ করবে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে' অচিরেই।**

* রূপদান করেছেন *

ভারতী দেবী : চন্দ্রাবতী : সুপ্রভা মুখার্জ্জি

চপলা ঘোষ : উত্তম কুমার : বিকাশ রায়

কানু বন্দ্যোঃ : তুলসী চক্রঃ : ভানু বন্দ্যোঃ

জহর রায় : নৃপতি চট্টোঃ : অজিত চট্টোঃ

ননী মজুমদারঃ প্রকাশ চক্রঃ : মাষ্টার বাবুয়া

* সংগঠনে *

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুশীল মজুমদার

কাহিনী : প্রতিভা বসু

সঙ্গীত : সত্যজিৎ মজুমদার

রবীন্দ্র সঙ্গীত : দ্বিজেন চৌধুরী

চিত্র-শিল্পী : বিশু চক্রবর্ত্তী

শিল্প নির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু

'রমা ছায়া'র পক্ষ থেকে হিরণ্ময় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রচারিত।

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩